কৃষি পর্যটনে গোলাপগঞ্জ

১. প্রেক্ষাপট:

প্রবাসী অধ্যুষিত গোলাপগঞ্জ উপজেলায় পতিত টিলা প্রায় ৫০০ এর অধিক । প্রাকৃতিক টিলা ধ্বস কিংবা টিলার মাটি কেটে বিক্রয়ের ফলে ক্রমাগত টিলাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তেমনি পরিবেশের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে । এসব অনাবাদি টিলা গুলোকে চাষের আওতায় আনায়নের পাশাপাশি টিলাগুলোকে রক্ষা করে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংসস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষিকে বানিজ্যিকীকরণ করে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়ে কৃষি পর্যটন ধারণাকে প্রসারিত করা ।

২. উদ্দেশ্য সমূহ:

-টিলা ধ্বস এবং টিলা কেটে মাটি বিক্রয় বন্ধ করা

-অনাবাদি পতিত টিলা সমূহ চাষের আওতায় আনয়ন

-কৃষি পর্যটন ধারণার বাস্তবায়ন

-বানিজ্যিক কৃষির যাত্রা বেগবান

-কর্মসংস্থান সৃষ্টি

-বছরব্যাপী পুষ্টির চাহিদা পূরণ

-প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় অতিবাহিত

-কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি

৩. উদ্যোগটি শুরু/বাস্তবায়নের সময়কাল: ২০২২ থেকে চলমান

৪. উদ্যোগটি আবেদনকারীদের নিয়মিত দায়িত্ব সম্পাদন ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কিনা?

উদ্যোগটি নিয়মিত দায়িত্ব সম্পাদন ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ---

- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা, টিলার মাটি কাটা রোধে নিয়মিত মনিটরিং ও প্রয়োজনে আইনী পদক্ষেপ গ্রহন করা এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগসূত্র তৈরি করা প্রশাসনের একটি নিয়মিত কাজ ।

-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেমন লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের সিডলেস লেবু ও মাল্টা প্রদর্শনী, কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কফি প্রদর্শনী, মসলার উন্নত জাত সম্প্রসারণের বস্তায় আদা চাষ ও ভার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনী । ফলে আবেদন কারীকে নিয়মিত পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করতে হয় ।

৫. উদ্যোগের ধারণাটির উৎপত্তি (মৌলিক/পূর্ববর্তী ধারণা থেকে গৃহীত):

উদ্যোগের ধারণাটির মৌলিক তবে পূর্ববর্তী অফিসারের মাধ্যমে কাজটি শুরু হয় ।

৬. কার্যক্রম:

উপজেলা প্রশাসন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরাসরি সহযোগিতায় কৃষি পর্যটনের নগরীতে পরিনত হয়েছে গোলাপগঞ্জ । চাঁনমিয়া পাইনাপেল গার্ডেন ও আলভীনা গার্ডেন পর্যটনের অঞ্চল সিলেটে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে । এছাড়াও আছে কদমরসুল কফি গার্ডেন, পাইনাপেল মিউজিয়াম সহ বেশ কয়েকটি স্থান যেখানকার পতিত টিলা কৃষি পর্যটনের সূতিকাগার হিসেবে গড়ে উঠেছে । স্থানীয় টিলা মালিক এবং

উদ্যোক্তাগণ এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ কাজ চলছে প্রায় তিন বছর পুর্বে থেকে । প্রথমে পতিত টিলা গুলোতে আনারস চাষের শুরু করে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ । আনারস রোপনের পর দেখা যায় পতিত টিলার ঢাল বেয়ে আনারসের সারি এক দৃষ্টি নন্দন দৃশ্যের অবতারণা করে। সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে উপজেলা ও জেলার অনেক পর্যটক ছুটে আসেন ।

পুরো কার্যক্রমের শুরুটা হয় এভাবে । বিদেশ ফেরত আব্দুর রব রুবেল কৃষিতে কিছু করার ভাবনা নিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসে আসেন । উপজেলা কৃষি অফিসার তার জমির প্রকৃতি দেখে সীড লেস লেবুর বাগান করার পরামর্শ দেন এবং এই স্থানে সীড লেস লেবুর প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেন । এই লেবু প্রদর্শনীর বিপরীত দিকে কিছু পতিত টিলা ছিল । উদ্যোক্তাকে এই টিলায় আনারস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয় । এই সব পতিত টিলা অপ্রয়োজনীয় গাছ ও আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল । এই সব টিলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং উপস্থিতিতে টিলাগুলোর গাছ কেটে আনারস চাষের উপযোগী করে তোলা হয় । টিলা পরিস্কার থেকে আনারস লাগানো পর্যন্ত

অনাবাদি পতিত টিলাগুলোকে চাষের আওতায় আনায়ন এর লক্ষ্যে প্রথমে কিছু টিলা মালিককে আনারস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয় । পতিত টিলা গুলো আনারসে সজ্জিত হয়ে গেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী স্থাপন করা হয় । লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় সীডলেস লেবু ও মাল্টা বাগান স্থাপন করা হয় । টিলাগুলোর পাদদেশে এবং নিচের ফাঁকা জায়গাগুলো ব্যবহার করে লেবু মাল্টার বাগান গড়ে তোলা হয় । এরপর কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আনারস এর লাইনের মাঝে কফি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয় । কফি এবং কাজু বাদাম গাছ এর শিকড় গভীরে যায় বলে টিলার মাটি ধরে রাখতে সহযোগীতা করে । এরপর এই টিলা এবং বাগান এর চলাচলের রাস্তা ফুল ও অন্যান্য আকর্ষনীয় গাছ দ্বারা সজ্জিত করার ফলে আনারস সমৃদ্ধ এসব টিলা দৃষ্টি নন্দন পরিবেশে রুপ নেয় ।

পুরো কার্যক্রমের শুরুটা হয় এভাবে । বিদেশ ফেরত আব্দুর রব রুবেল কৃষিতে কিছু করার ভাবনা নিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসে আসেন । উপজেলা কৃষি অফিসার তার জমির প্রকৃতি দেখে সীড লেস লেবুর বাগান করার পরামর্শ দেন এবং এই স্থানে সীড লেস লেবুর প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেন । এই লেবু প্রদর্শনীর বিপরীত দিকে কিছু পতিত টিলা ছিল । উদ্যোক্তাকে এই টিলায় আনারস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয় । এই সব পতিত টিলা অপ্রয়োজনীয় গাছ ও আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল । এই সব টিলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং উপস্থিতিতে টিলাগুলোর গাছ কেটে আনারস চাষের উপযোগী করে তোলা হয় । টিলা পরিস্কার থেকে আনারস লাগানো পর্যন্ত

৭. উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ:

--ঝুঁকিপূর্ণ ও অনাবাদি টিলা সমূহ চিহ্নিত করার জন্য ডেটাবেজ তৈরি

--টিলার চারপাশে লেবু মাল্টা বাগান সৃজন

--উদ্যোক্তা সৃষ্টি

--আনারস লেবু মাল্টা জুস ও কাপ আকারে তৈরি করে বিক্রয় কর

--উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ঝুকিপূর্ণ টিলা চিহ্নিতকরণপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন

৮. প্রকল্প/উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল:

৯. অংশীজন/উপকারভোগীর সঙ্গে উদ্যোগের সম্পৃক্ততা:

--এর ফলে প্রতিটি স্পট থেকে ৩০ থেকে ৪০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়
--উপকারভোগীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ
--আনারস
১০. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব:
--পতিত টিলার ব্যবহার
--আনারস লেবু মাল্টা কমলা কফি কাজুবাদাম চাষ বৃদ্ধি
--
১১. উদ্যোগটির সম্প্রসারণযোগ্যতা:
-- টিলা ধ্বসের হাত থেকে টিলা রক্ষার জন্য
--পতিত টিলা চাষের আওতায় আনার জন্য
--আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য
--লেবু মাল্টা সহ কফি কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণ এর জন্য
--প্রাকৃতিক বিনোদনের অন্যতম জায়গা হিসেবে
--কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি
--কৃষি উদ্যোগতার আয়ের একটি অন্যতম উৎস।
১২. উদ্যোগটি টেকসইযোগ্যতা:
-উদ্যোগটির ফলে একদিকে টিলা গুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে, পতিত টিলা চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এভাবে সাজানোর ফলে যে দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সেটি উপভোগ করার জন্য প্রচুর পর্যটক আসছে। যারা এসব টিলা দেখতে আসছেন তারা আনারস এবং আনারসের জুস সহ, লেবু মাল্টার জুস খাচ্ছেন যা পর্যটকদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করছে। কৃষির উতপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষির এই ক্ষেত্র বানিজ্যিক কৃষির রুপ লাভ করেছে। এছাড়া রয়েছে কফি ও কাজুবাদাম যা আগামী দিনের সম্ভাবনাময় ফসল।
১৩. উদ্যোগ সম্পর্কে ভবিষ্যত পরিকল্পনা:
অন্যান্য টিলা গুলোকে চাষের আওতায় এনে ব্যাপক আকারে আনারসের চাষ করে আনারসের একটি বানিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি করা। টিলাগুলোতে হাটার রাস্তাগুলো রঙিন করে সাজাতে হবে। ক্যাবল কার সহ পানির ফোয়ারা তৈরি করে ভ্রমন পিপাসুদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান সৃষ্টি করা। একই সাথে আগত পর্যটকদের বিভিন্ন ফলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।।